بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.) - এর জীবনচরিতের ধারাবাহিকতায় গযওয়ায়ে খায়বার-এর অবশিষ্ট ঘটনা এবং দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গযওয়ায়ে খাইবারের বর্ণনা চলছিল। মহানবী (সা.) খাইবার অভিযানের জন্য ১৬০০ সাহাবীর একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওনা হন। এতে ২০০ অশ্বারোহী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাত্রার পূর্বে, তিনি একটি গোয়েন্দা দল প্রেরণ করেন, যারা সেনাবাহিনীর পথ পর্যবেক্ষণ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দায়িত্বে ছিল। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আব্বাদ বিন বিশর আনসারী (রা.)। খাইবারের পথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে দুইজন পথপ্রদর্শককে পারিশ্রমিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের নাম ছিল হাসীল বিন খারিজা আশজাঈ ও আব্দুল্লাহ বিন নুয়াইম, যারা আশজাঈ গোত্রের সদস্য ছিলেন। মদীনা থেকে খাইবার অভিমুখে যাত্রার সময় বিভিন্ন স্থানে বিরতি নেওয়া হয়। এক পর্যায়ে **সাহবা** নামক স্থানে থামা হয়, যেখানে আসরের নামায আদায় করা হয়। বুখারিতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) সাহবায় আসরের নামায আদায় করেন এবং তারপর খাবারের জন্য কিছু আনানোর নির্দেশ দেন। বাহিনীর কাছে কেবল ছাতু ছিল, এবং নবীজি ও সাহাবীরাও তা-ই আহার করেন। এরপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়ান, কুল্লি করেন এবং সাহাবিরাও কুল্লি করেন। তবে তিনি পুনরায় ওযু করেননি।

এই সফরের সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা প্রমাণ করে যে সংকটময় পরিস্থিতিতেও মহানবী (সা.) কীভাবে সাহাবীদের প্রশিক্ষণ দিতেন, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের গুণাবলী গড়ে তোলার প্রতি কতটা গুরুত্ব দিতেন। এক রাতে বাহিনীর সামনে একটি উজ্জ্বল বস্তু চলতে দেখা যায়। মহানবী (সা.) চিন্তিত হয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। জানা যায়, এটি ছিল ইসলামী বাহিনীর এক সৈনিক, যিনি বাহিনী ছেড়ে সামনে চলে

গিয়েছিলেন। তার মাথার লোহাবর্ম (হেলমেট) রূপার কারণে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তার নাম ছিল আবু আবস। তাকে নবীজি (সা.)-এর সামনে আনা হলে, তিনি উপদেশ দিয়ে বলেন: "সেনাবাহিনীর সঙ্গে চলতে হবে, বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়।"

মহানবী (সা.) বনু গাতফান গোত্রের কাছে সন্ধির প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলেন। তিনি (সা.) ইতোমধ্যে জানতে পেরেছিলেন যে, বনু গাতফান খাইবারের লোকদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তারা চার হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যাতে ইসলামী বাহিনী খাইবারে পৌঁছানোর আগেই তাদের উপর আক্রমণ চালানো যায়। মহানবী (সা.) তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি পত্র প্রেরণ করেন, যেখানে তিনি লিখেছিলেন যে, তারা যেন এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে এবং এটাও স্পষ্ট করে দেন যে, "আল্লাহ্ তাআলা আমার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" কিন্তু বনু গাতফান শক্তিশালী দুর্গ ও ১৫,০০০ যুদ্ধযাত্রীর গর্বে এতটাই মত্ত ছিল যে, তারা এই শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

এ পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.) খাযরাজ গোত্রের নেতা ও তাঁর অন্তরঙ্গ সাহাবী হযরত সাদ বিন উবাদা (রা.)-কে বনু গাতফানের সেনাপতি উইয়াইনা বিন হিসন-এর কাছে পাঠান। তিনি তাকে দুর্গের বাইরে পান এবং মহানবী (সা.) এর বার্তা পৌঁছে দেন। উইয়াইনা অহংকারভরে উত্তর দিলো, 'আমরা কখনোই আমাদের মিত্রদের ছেড়ে যাব না। আমরা জানি, তোমাদের শক্তি কতটুকু! যদি তোমরা আমাদের মোকাবিলা করো, তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমরা কুরাইশের মতো জাতি নও, যাদের তোমরা পরাজিত করেছ।' সে আরও বলে, 'আমার এই বার্তাটি তোমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে জানিয়ে দিও।'

এই অহংকারী বক্তব্যের উত্তরে হযরত সাদ (রা.) বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সা.) অবশ্যই এই দুর্গে প্রবেশ করবেন। আজ আমরা তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছি, কাল তুমি নিজেই আমাদের কাছে তা চাইবে, কিন্তু তখন তোমার জন্য শুধু তরবারিই অপেক্ষা করবে। হে উইয়াইনা! আমি দেখেছি, আমরা যখন মদীনার ইহুদিদের ঘেরাও করেছিলাম, তখন তারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল।'

ঐশী প্রভাব এবং বনু গাতফানের পলায়নেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) বলেছেন, **নুসিরতু বিররু'বি** অর্থাৎ, "আমাকে প্রতাপের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে।" এই ঘটনা বনু গাতফানের জন্য বাস্তবে পুনরায় ঘটলো। তারা ইসলামী বাহিনীর পিছু নিয়েছিল, যাতে তাদের খাইবার পৌঁছানোর আগেই আটকানো যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখা দিলো-হঠাৎ করেই তাদের পুরো বাহিনী দিশেহারা হয়ে নিজেদের ঘরের দিকে ফিরে গেল। চার হাজার সৈন্য নিয়ে আসা সেই বাহিনী বিনা যুদ্ধেই পালিয়ে গেল!

ইহুদিরা কখনো কল্পনাও করেনি যে, মহানবী (সা.) তাদের উপর আক্রমণ চালাবেন, কারণ তারা তাদের মজবুত দুর্গ, আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র এবং বিশাল সেনাবাহিনীর ওপর গর্ব করত। যখন তারা জানতে পারল যে, মহানবী (সা.) তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন প্রতিদিন দশ হাজার যোদ্ধা সারিবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসত এবং বলত, 'দেখো! মুহাম্মাদ (সা.) কি সত্যিই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? এটা অসম্ভব!' কিন্তু যখন মহানবী (সা.) তাদের নিকট পৌঁছলেন, তখনও তারা সম্পূর্ণ অজান্তেই ছিল। সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারেনি। সকালে যখন ইহুদিরা নিজেদের দুর্গ থেকে বের হলো, তখন তাদের হাতে ছিল কোদাল ও ঝুড়ি। কিন্তু মহানবী (সা.)-কে দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত দুর্গের ভিতরে ফিরে গেল।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা যখন মহানবী (সা.)-কে দেখল, তখন চিৎকার করে বলল, 'মুহাম্মাদ (সা.)! আল্লাহ্‌র কসম! এটি সত্যিই মুহাম্মাদ (সা.) এবং তার বাহিনী!' মহানবী (সা.) তখন বললেন, "খাইবার ধ্বংস হয়ে গেছে! যখন আমরা কোনো জাতির আঙিনায় প্রবেশ করি, তখন তাদের সকালটি দুর্দশার হয়ে যায়।"

হুযূর আনোয়ার বলেন, খাইবারের বিভিন্ন দুর্গ ছিল, এবং তাদের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। খাইবারের ভৌগোলিক বিভাজন সম্পর্কিত, তার দুর্গগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ যুদ্ধ ছিল ওই দুর্গগুলির বিরুদ্ধে যা একে একে বিজিত হয়েছিল। শুধুমাত্র দুর্গগুলির সংখ্যা নয়, তাদের নামের সম্পর্কেও ভিন্নমত রয়েছে। সমস্ত গ্রন্থ দেখলে জানা যায় যে, খাইবার অঞ্চলটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল: **নাতাহ, শিক এবং কতিবাহ**, এবং এই তিনটি ভাগে মোট আটটি দুর্গ ছিল: নাতাহ: তিনটি দুর্গ - নাঈম, সা'ব, যুবাইর, শিক: দুটি দুর্গ - আবি, এবং কিছু মতে নাযার এবং কতিবাহ নামক স্থানে তিনটি দুর্গ - কামুস, ওতবাহ, সালালিম ছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "শত্রুর সম্মুখীন হতে ইচ্ছা কোরো না, আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো, কারণ তুমি জানো না যে, তোমরা কী ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে যাচ্ছো। যখন তুমি শত্রুর সামনে আসবে, তখন এই দোয়া পড়ো: "হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের প্রভু, তাদেরও প্রভু। তাদের ভাগ্য ও আমাদের ভাগ্য তোমার হাতে। একমাত্র তুমি তাদেরকে পরাজিত করবে।"

নাঈম দুর্গ ইহুদিদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ ছিল এবং খাইবারের সবচেয়ে সাহসী এবং প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মরহাব সেই দুর্গের রক্ষণের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) দশদিন পর্যন্ত অবিচলভাবে যুদ্ধ করে গেছেন। বারবার ব্যর্থতা এবং সাহাবীদের আহত হওয়া, এমনকি দুইজন সাহাবীর শহীদ হওয়ার ফলে ইহুদিদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল। অবশেষে, এক রাতে মহানবী (সা.) ঘোষণা করলেন, 'আগামীকাল আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব, যার হাতে আল্লাহ্‌র সাহায্যে বিজয় আসবে। সে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।'

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "একদিন আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-কে জানিয়ে দিলেন যে, এই শহরের বিজয় হযরত আলী (রা.)-এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। তখন নবীজী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে নিয়ে যান এবং পতাকা তাঁর হাতে তুলে দেন।" যিনি সাহাবীদের বাহিনী নিয়ে দুর্গে আক্রমণ করেছিলেন, যদিও ইহুদিরা দুর্গে সুরক্ষিত ছিল, আল্লাহ্ তাআলা হযরত আলী (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীদের এমন শক্তি প্রদান করেছিলেন যে, সন্ধ্যার আগে দুর্গটি বিজিত হয়। যখন ইহুদিরা পরাজিত হলো এবং নাঈম দুর্গে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা সহজেই সাব্ব বিন মুআয দুর্গে চলে গেল। নাঈম দুর্গের যুদ্ধে কোনো ইহুদিও মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়নি।

হুযূর আনোয়ার বলেন, অন্যান্য দুর্গগুলির যুদ্ধের ঘটনা আগামীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হুযূর আনোয়ার শেষে বলেছেন: যেমন আমি প্রায়ই দোয়ার জন্য বলে থাকি পৃথিবীর পরিস্থিতি, মুসলিমদের অবস্থা, বিশেষত ফিলিস্তিনিদের জন্য এবং সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য, আপনাদের

সকলকে খুব বেশি দোয়া করতে হবে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় মানুষ কিছুটা খুশি যে হয়তো যুদ্ধবিরতি (ceasefire) হয়ে গেছে, কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। নতুন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের নীতি এবং পরিকল্পনা অত্যাচারের একটি নতুন স্তরে পৌঁছেছে। আগে আমেরিকা বলতো যে, এটি আমাদের দেশের জন্য বিপজ্জনক, এবং বাইরের বিশ্বের মধ্যে হস্তক্ষেপ করবে না, কিন্তু এখন এটি পুরো বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা ফিলিস্তিনিদের উপর দয়া করুন এবং পৃথিবীকে দয়া করুন, এবং তাদেরকে এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন। আরব দেশগুলো তাদের চোখ খুলুক এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করুক। এর বাইরে কোন উপায় নেই। অন্যথায়, শুধু ফিলিস্তিন নয়, বাকি আরব দেশগুলোও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। যদিও কিছু অমুসলিমও ফিলিস্তিনিদের অধিকার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে, কিন্তু যে শক্তিশালী, সে তো এখন পুরোপুরি শক্তির মত্ততায় ডুবে আছে, কেউ কিছু শুনতে চায় না। মুসলিমদের খুব বেশি মনোযোগের প্রয়োজন এবং আমাদের তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। আমাদের কাছে আর কোন শক্তি নেই।

একইভাবে, পাকিস্তানের আহ্মদীদের জন্যও দোয়া করুন, বিরোধিতায় তাদের অবস্থা কখনও কখনও খুব খারাপ হয়ে যায়। বাংলাদেশের আহ্মদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকল প্রকার বিরোধিতা এবং আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন। অন্য জায়গাতেও যারা নির্যাতিত, তাদের জন্য দোয়া করুন, নির্যাতিত আহ্মদীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকলকে তাঁর সুরক্ষা এবং নিরাপত্তায় রাখুন, পৃথিবীকে বুদ্ধি দান করুন এবং সকলকে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দান করুন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দোয়ার তাওফিক দান করুন। (আমিন)

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

7 February 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat